চায় না সাধারণ মানুষ সব তথ্য পাক।

উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। তবে যে কথাটি উত্থাপনের জন্য এই আলোচনা, তা হল শুধু পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান নয়, নাগরিক সমাজ ও তার সংস্থাকে শক্তিশালী করারা মতো রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছা যদি না থাকে, তবে সুশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়। নাগরিক অংশগ্রহণ করবে কেন, যদি তার অংশগ্রহণকে গুরুত্ব না দেওয়া হয়। কীভাবে তারা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং তা রূপায়ণ ও মূল্যায়ন করবে, যদি তাদের কাছে ন্যূনতম তথ্যও না থাকে।

স্বাভাবিকভাবে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কোন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ শক্তিশালী হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত হল, মানুষের সামনে রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রশাসনকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্যি সত্যিই নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী। দ্বিতীয়ত, শুধু কথার কথা বা সরকারি নোটিশ টাঙিয়ে নয় (সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো) সদর্থক অর্থে দায়িত্ব পালক হিসেবে অধিকার ধারক বা নাগরিকদের হাতে তা অর্পণ করতে হবে।

এখানে উদাহরণ হিসেবে সংবিধান প্রদত্ত কিছু অধিকার নিয়ে আলোচনা করা অমূলক হবে না। আপনারা জানেন কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে একশো দিনের কাজের গ্যারান্টি আইন চালু হয়েছে। মূলত বামপন্থীরা এই বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে আন্দোলন করেছে এবং তাদের চাপেই ইউপিএ সরকার এই আইন লাগু করেছে। অথচ এ রাজ্যে যদি একশো দিনের কাজের হার দেখা হয়, তবে দেখা যাবে কাজের প্রচুর চাহিদা থাকলেও গত আর্থিক বছরে সরকারি হিসেবে গড়ে ২৫ দিনের বেশি কাজ দেওয়া যায়নি। আর বেসরকারি হিসেব বলছে, ১২-১৫ দিনের বেশি কাজ পায়নি ইচ্ছুকেরা। সরকার বলছে মানুষের কাজ না চাওয়া, কম কাজের একটি প্রধান কারণ। কিন্তু কাজের জন্য নাম লেখানো থেকে মজুরি পাওয়া অবধি এত সব জটিল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার সমস্ত কিছু মাথায় রেখে, যাদের কাজ পাওয়া জরুরি তাদের পক্ষে কাজ চাওয়া বেশ কঠিন। প্রশ্ন হল, শিল্পপতিদের অনেক অর্থবল, লোকবল থাকা সত্ত্বেও তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য যদি এক জানালা ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তবে গ্রামের মানুষ যাদের খাবারের অভাব রয়েছে, তাদের কাজের জন্য কেন এক জানালা ব্যবস্থা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, তথ্যের অধিকার আইন চালু হওয়ার পর তিন বছর কেটে গেলেও তা নিয়ে সরকার ও পঞ্চায়েত দফতর এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দায়সারা মনোভাবে, এখনও অবধি এই আইন সম্পর্কে গ্রামের মানুষের কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি। তথ্য চাওয়াও তো দূরের ব্যাপার। সরকার ও তার প্রশাসনের কাজ এই অধিকার নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে শুধু আবেদন-নিবেদন করতে তথ্য পাওয়া নয়। আইনের শুরুতে যেমন বলা হয়েছে, 'গণতন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকরিতার জন্য সচেতন ও ওয়াকিবহাল নাগরিকসমাজ দরকার। আর এর জন্য দরকার তথ্য। একই সঙ্গে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এবং নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে সিংহভাগ তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসা।' এতে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা, রূপায়ণ, মূল্যায়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। এই কাজ করার জন্য ধীরে হলেও যে পরিসর তৈরি হচ্ছে সেখানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। নীতি, পরিকল্পনা রূপায়ণ ও মূল্যায়নের কাজও অনেক তথ্য সমৃদ্ধ হবে। এতে একদিকে যেমন নাগরিকদের ক্ষমতায়নের কাজ সম্পন্ন হবে, অন্যদিকে সত্যি সত্যিই সুশাসন ব্যবস্থা অর্জিত হবে ও সহভাগী গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হবে।

— লেখক: বেসরকারি সংগঠন 'সার্ভিস সেন্টার'র প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক।